ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 128 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৪ ● কলকাতা ● ০৬ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৪ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ছ'শোর বেশি বিএলওকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করা-সহ একাধিক নির্দেশ পালন না করায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ছয়শোর বেশি বুথ লেভেল অফিসারকে (বিএলও) কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হল। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যজুড়ে বুথ লেভেল অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।আজ ও আগামিকাল বিহার ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে কমিশনের জরুরি বৈঠক হবে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে বিএলওরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি কমিশনকে জানিয়েছিলেন, সমস্ত শিক্ষক, যাঁরা বিএলওর কাজ করবেন তাঁরা কাজে যোগ দিলে স্কুলে পঠন-পাঠনের সমস্যা হবে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা সম্ভব না। স্কুলের একমাত্র

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 91

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তখন আমার মনে হল যে আমি ঐ পক্ষিণীর আশা পূর্ণ করেছি। পক্ষিণীর এই ঘটনা আমাকে মায়ের হৃদয়ের অনুভব করিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই পক্ষিণী নাগাল্যান্ডের সীমার দিকে গিয়ে থাকবে। ঐ অঞ্চলের আদিবাসী সব পাখীদের খেয়ে নেয়। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের আকাশে পাখী দেখাই যায় না। ওখানের আদিবাসীরা পাখী শিকার করে, কুকুরও খায়। ভাবছিলাম কাউকে জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া কত বড় আর কঠিন। তার থেকেও বড় প্রক্রিয়া হল ঐ বাচ্চাদের প্রতিপালন। আর তাকে মারা মুহূর্তে হয়ে যায়। মানুষ যেটা সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে নষ্ট করার কি অধিকার মানুষের আছে? হিংসা হল সর্বদা অপ্রাকৃতিক।

ক্রমশঃ

থিম্পু'তে চতুর্দশ ভারত – ভুটান সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

ভুটানের থিম্পু'তে ১৬ – ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ ভারত ও ভুটানের মধ্যে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব ডঃ রাজেন্দ্র কুমার। ভুটানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব সোনম ওয়াঙ্গিয়েল।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন স্বরাষ্ট্র সীমাবল, জমি বন্দর কর্তৃপক্ষ, টেলিযোগাযোগ দপ্তর, মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো, ভারতীয় জরিপ, সীমাশুল্ক বিভাগ এবং আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রতিনিধিরা।

দুই পক্ষ দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। তাঁদের মধ্যে মোবাইল সিগন্যাল স্পিল ওভার, সংযুক্ত সীমান্ত চৌকি, সীমান্তের স্তম্ভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ে কথা হয়। ভুটানের পুলিশ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক আলোচনায় দুই পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করে। সীমান্ত অঞ্চলকে নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

ভারত ও ভুটান পরম্পরাগত এবং উদ্ভূত ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা গভীরতর করতে সহমত হয়েছে। অভিন্ন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক সংযোগের মধ্যে নিহিত দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক মডেল হয়ে থাকবে বলে দুই দেশ-ই আশা প্রকাশ করেছে। এর আগে ২০১৯ সালে ভারত ও ভুটানের সীমান্ত বৈঠক হয়েছিল।

শ্রী নারায়ণ গুরুর মহাসমাধি শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি ২৩ অক্টোবর ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (অক্টোবর ২৩, ২০২৫) কেরলের ভারকালায় শিবগিরি মঠে শ্রী নারায়ণ গুরুর মহাসমাধি শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রী নারায়ণ গুরু ছিলেন ভারতের মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও সমাজ সংস্কারকদের অন্যতম। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন সন্ত এবং দার্শনিক, যিনি আমাদের দেশে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রভাব ফেলেছিলেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন সাম্য, একতা এবং মানবপ্রেমের আদর্শে।

এরপর ৩ পাতায়

সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রায় ৭৯,০০০ কোটি টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করল ডিএসি

নতুন দিল্লি, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর পৌরোহিত্যে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল ২৩ অক্টোবর ২০২৫-এ (আজ) নতুন দিল্লির সাউথ ব্লকে এক বৈঠকে তিন বাহিনীর জন্য প্রায় ৭৯,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রস্তাব অনুমোদন করল। ভারতীয় সেনার জন্য অ্যাকসেপটেন্স অফ নেসেসিটি (এওএন) দেওয়া হল নাগ মিসাইল সিস্টেম (ট্র্যাকড) এমকে-২ (এমএএমআইএস), গ্রাউন্ড বেসড মোবাইল এলিন্ট সিস্টেম (জিবিএমইএস) এবং হাই মোবিলিটি ভেহিকল (এইচএমভি) ক্রয়ের জন্য। শত্রু পক্ষের সাঁজোয়া গাড়ি, বাঙ্কার এবং অন্যান্য সমরাঙ্গণের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাকে আরও সক্ষম করবে এনএএমআইএস (ট্র্যাকড)। পাশাপাশি, জিবিএমইএস দিন রাত শত্রু পক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে জানাবে। এইচএমভি

বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানে বাহিনীকে উন্নত লজিস্টিক সহায়তা করবে।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জন্য এওএন অনুমোদন করা হয়েছে ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ডকস (এলপিডি), ৩০ এমএম ন্যাভাল সার্ফেস গান (এনএসজি), অ্যাডভান্সড লাইট ওয়েট টরপেডো (এএলডব্লুটি), ইলেকট্রো অপটিক্যাল ইনফ্রা- রেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক সিস্টেম এবং ৭৬ এমএম সুপার র‍্যাঁ পিড গান মাউন্টের জন্য স্মার্ট অ্যামিউনিশন সংগ্রহ করতে। এলপিডি ভারতীয় নৌসেনাকে সাহায্য করবে সেনা ও বায়ুসেনার সঙ্গে মিলে জলে, স্থলে অভিযানে। এলপিডি পেলে ভারতীয় নৌসেনা শান্তি রক্ষা অভিযানে, মানবিক সহায়তা দিতে এবং বিপর্যয়ে ত্রাণ ইত্যাদি কাজে আরও সক্ষম হবে। এএলডব্লুটি যেটি তৈরি হয়েছে ডিআরডিও-র ন্যাভাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, সেটি বিভিন্ন ধরনের ডুবো জাহাজকে আঘাত করতে সক্ষম। ৩০ এমএম-এর এনএসজি ভারতীয় নৌবাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ছোট মাপের সমুদ্র অভিযানে এবং জলদস্যু প্রতিরোধে।

ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এওএন দেওয়া হয়েছে কোলাবরেটিভ লং রেঞ্জ টার্গেট স্যাচুরেশন/ড্রেস্ট্রাকশন সিস্টেম (সিএলআরটিএস/ ডিএস) এবং অন্য প্রস্তাবের জন্য। সিএলআরটিএস/ ডিএস স্বয়ংক্রিয়ভাবে উড়তে পারে, নামতে পারে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাতও হানতে পারে।

(১ম পাতার পর)

ছ'শোর বেশি বিএলওকে শোকজ

শিক্ষক বা নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের একমাত্র শিক্ষককেও বিএলও-র কাজ করতে হলে সমস্যা হবে। তাই প্রশিক্ষণে যোগ দিতে পারছেন না।সেই সময় থেকে শুরু করে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ওই বুথ লেভেল অফিসাররা কাজে যোগ দেননি। তাই ইআরওরা এই নোটিস পাঠিয়েছেন।

কমিশন সূত্রে খবর, কেন তাঁরা কমিশনের কাজ করতে চাইছেন না, তার সঠিক কারণ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলায় যে কোনও সময় শুরু হবে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা। প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যে হেতু নির্বাচন কমিশনের কাজে অংশ নেন এই বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসাররা। ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা। তাই ৬০০ জন বিএলও-কে শোকজ করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। কমিশন সূত্রে খবর, নোটিসের জবাব সন্তোষজনক না হলে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপির সংগঠন নেই। দলের প্রভাব খাটিয়ে এসব করছে। মানুষ জবাব দেবে।"

যদিও কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী বলেন, "এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।" শীঘ্রই দেশজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী–এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় কমিশন রাজ্যের উপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে।

(২ পাতার পর)

শ্রী নারায়ণ গুরুর মহাসমাধি শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত জুড়ে পুনর্জাগরণের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব শ্রী নারায়ণ গুরু জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মানুষকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন সকল অস্তিত্বের একটি মাত্র রূপের। তিনি আরও বলেন, যে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি দিয়েছিলেন "এক জাতি, এক ধর্ম, মানবতার এক ঈশ্বর"- এর শক্তিশালী বার্তা।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁর শিক্ষা ধর্ম এবং জাতপাতের বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মুক্তি আসে জ্ঞান এবং সহমর্মিতা থেকে, অন্ধ বিশ্বাস থেকে নয়। শ্রী নারায়ণ গুরু সবসময় জোর দিতেন আত্মশুদ্ধি, সারল্য এবং বিশ্ব প্রেমে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমস্ত মন্দির, বিদ্যালয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন, তা নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে সাক্ষরতা, আত্মনির্ভরতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা মালয়ালম, সংস্কৃত এবং তামিল কবিতায় গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সারল্যের মিশ্রণ ঘটেছে। মানব জীবন এবং আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কাজে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান বিশ্বেও শ্রী নারায়ণ গুরুর বার্তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, একত্ব, সাম্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার যে বার্তা তিনি দিয়েছেন, তা মানব সমাজের নানাবিধ দ্বন্দ্বের চিরকালীন সমাধানের খোঁজ দিয়েছে। শ্রী নারায়ণ গুরুর ঐক্যের বার্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সকল মানুষ একই ঐশ্বরিক অনুভবের শরিক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাসায়নিক আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ট্রেনিং মডিউলের সূচনা করলেন

নতুন দিল্লি ২৩ অক্টোবর ২০২৫

রাসায়নিক দুর্ঘটনায় জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সামাজিক সুস্থিরতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। এর মোকাবিলায় প্রয়োজন দেশের সার্বিক প্রস্তুতি জোরদার করা। বর্তমানে এই দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প অর্থনীতিতে এই ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রস্তুত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তুতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক, জাতীয় সংস্থা,

এরপর ৪ পাতায়

সিওপি-১০ ব্যুরোর ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে পুনর্নির্বাচিত ভারত, দুর্নীতি-মুক্ত ক্রীড়ার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করল দেশ

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ২০-২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে আয়োজিত কনফারেন্স অফ পার্টিজ – এর দশম অধিবেশনে (সিওপি-১০) ক্রীড়া ক্ষেত্রে ডোপিং বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত যোগ দিয়েছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন ক্রীড়া সচিব শ্রী হরি রঞ্জন রাও এবং জাতীয় অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি নাডার মহানির্দেশক শ্রী অনন্ত কুমার। তাঁরা ১৯০-টিরও বেশি দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ভারত ২০২৫-২৭ সময়কালের জন্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যুরোর ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছে। আজারবাইজান নির্বাচিত হয়েছে চেয়ারপার্সন হিসেবে। তাঁদের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিভাগে নির্বাচিত অন্য ভাইস চেয়ারপার্সন হ'ল – ব্রাজিল, জাম্বিয়া এবং সৌদি আরব।

বিভিন্ন দেশের সরকার, ডোপিং বিরোধী সংস্থা এবং ইউনেস্কো'তে স্থায়ী দূত হিসেবে কর্মরতদের প্রতিনিধি হিসেবে ৫০০-জনেরও বেশি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিধিগত বাধ্যবাধকতা আরও কঠোরভাবে মেনে চলা, খেলাধুলো থেকে ডোপিং সম্পূর্ণভাবে উৎখাতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সিওপি-৯ ব্যুরো ও অনুমোদন কমিটির প্রতিবেদনে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, কৌশলগত সংযোগ এবং আন্তঃক্ষেত্রীয় সংযুক্তিকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা খেলাধূলার মাধ্যমে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের আনা একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয়

SIR নিয়ে বিজেপিতেই গৃহযুদ্ধ

ভোটার তালিকায় এসআইআর নিয়ে এবার কার্যত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বিজেপিতেই। দলের নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক থেকে শুরু করে হরিণঘাটার গেরুয়া বিধায়ক অসীম সরকার- সকলেরই আশঙ্কা ,এসআইআর চালু হলে মতুয়াদের একটা বড় অংশের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। উল্লেখ্য আগেই তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দু'জনেই পৃথকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে দিল্লিতে ১ লাখ মানুষকে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও হবে। এদিনও তৃণমূলের তরফে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে, মাত্র পাঁচ মাসে আট কোটি ভোটার নিয়ে এসআইআর করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোন ভোটার তালিকা ধরে করা হবে তা যখন এখনও স্পষ্ট নয়, তাই এসআইআর বন্ধ রাখা হোক। এদিন কুণাল আরও বলেন, ''ওঁদের(বিজেপি) নেতারাই তো বলছেন, এসআইআরে নাম বাদ গেলে মতুয়ারা বিজেপিকে ছেড়ে কথা বলবে না। আগে ঘর সামলাক বিজেপি, পরে কথা হবে।'' এরপরই কুণালের ফের জোরালো দাবি,''এসআইআর হোক, আর যাই হোক, ২৫০ এর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।''বিজেপি তথা শুভেন্দু অধিকারীদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এসআইআরে এই 'বাদ যাওয়া' ভোটারদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হবে। এমন আশঙ্কার মধ্যেই অসীম সরকার সেক্ষেত্রে নিজের দলকেই ‘ছেড়ে দেওয়া হবে না’ বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। এতে বিজেপি নিঃসন্দেহে চাপে পড়তে চলেছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

এসআইআর প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক বুধবার আশঙ্কা জানিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশনের এই নয়া পদক্ষেপে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। আর মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিচিত নেতা, বিধায়ক ও কীর্তনীয়া অসীম সরকার প্রকাশ্যেই রীতিমতো হুমকি দেন, ''মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনওরকমভাবে যদি হেলাফেলা করা হয় তবে বিজেপিকে কিন্তু ছেড়ে কথা বলা যাবে না।'' নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপিকে সরাসরি অসীম এমন হুমকি দিতেই সঙ্গে থাকা পার্ষদ ও মতুয়া সম্প্রদায়ের সকলেই সমস্বরে 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে সমর্থন করেন। যদিও বুধবারই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ দলের ঘোষিত কর্মসূচি ফের উল্লেখ করে বলেন,''একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে তার ফল ভালো হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত বৈধ ভোটারের পাশে ছিল, আছে, থাকবে।''

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেরোতম পর্ব)

শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন । বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্‌হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাসায়নিক আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ট্রেনিং মডিউলের সূচনা করলেন

বেসরকারি ক্ষেত্র, শিল্প এবং শিক্ষা জগতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে আজ নতুন দিল্লির নির্মাণ ভবনে রাসায়নিক আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি মডিউল প্রকাশ করলেন।

কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) প্রস্তুত করেছে তিনটি বিশেষ প্রশিক্ষণ মডিউল। সহযোগিতা করেছে এনডিএমএ। কারিগরি সহায়তা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

প্রথম মডিউলটির অন্তর্ভুক্ত প্রস্তুতি, নজরদারি এবং রাসায়নিক আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ। দ্বিতীয় মডিউলটিতে আছে রাসায়নিক বিপর্যয়ে হাসপাতাল-পূর্ব ব্যবস্থাপনা। তৃতীয় মডিউলটির অন্তর্গত রাসায়নিক দুর্ঘটনায় চিকিৎসা।

এই মডিউলগুলির লক্ষ্য জনস্বাস্থ্য পেশাদার, স্বাস্থ্যকর্মী, জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলাকারী দল এবং নীতি প্রণেতাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং রাসায়নিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সময়মতো কার্যকরী ব্যবস্থাপনার উপকরণ দিয়ে উপযোগী করে তোলা। রাসায়নিক আপৎকালীন ব্যবস্থাকে জোরদার করলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধির অধীনে মূল সক্ষমতারও সহায়ক হয়। এতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

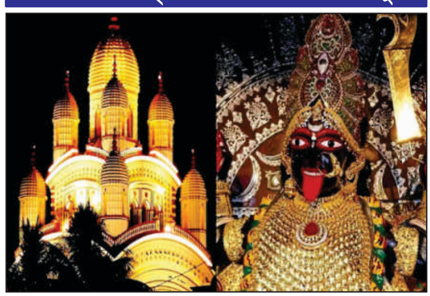

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

উপমহাদেশে মাতৃকার ভীষণদর্শনা যোদ্ধারূপটি উপাসনার ইতিহাস বেশ প্রাচীন, হরপ্পা সভ্যতায়, বিশেষ করে বালোচিস্তান অঞ্চলে প্রচলিত মাতৃকা উপাসনার ধর্ম সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বলেনঃ

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সুরক্ষা বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি বিধি ২০২১-এর ধারা ৩(১)(ডি) সংশোধনী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক (অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা ও ডিজিটাল মিডিয়া আচরণ বিধি) সংশোধনী আইন, ২০২৫ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সংশোধিত বিধিতে অবৈধ বিষয়বস্তুকে সরানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্ষাকবচ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে এই সংশোধনী কার্যকর হবে। সরকারের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত অনলাইন কনটেন্টের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইটি রুলস ২০২১-এর ৩(১)(ডি) ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট বা অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্মে এমন কোনও তথ্য, ছবি বা ভিডিও পাওয়া যায়, যা দেশের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ, তবে সংশ্লিষ্ট ইন্টারমিডিয়ারি মধ্যস্থতাকারীকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সেই কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু সরাতে হবে।

সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কোনও কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে 'প্রকৃত তথ্য' কেবলমাত্র দুই ক্ষেত্রেই গণ্য হবে। প্রথমত, যদি কোনও উপযুক্ত আদালত লিখিত নির্দেশ দেয় এবং দ্বিতীয়ত, যদি সরকার বা অনুমোদিত সংস্থার কোনও উচ্চ আধিকারিক লিখিতভাবে জানান। এই নির্দেশ দিতে পারবেন কেবল যুগ্ম সচিব বা সম পদমর্যাদার আধিকারিক। রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে, এই পদ হবে অধিকর্তা বা সমান পদ মর্যাদার আধিকারিক।

প্রত্যেকটি লিখিত নির্দেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, কোন আইন বা কোন ধারার অধীনে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কী ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বা কনটেন্ট শনাক্ত হয়েছে এবং কোন URL বা ডিজিটাল লিঙ্ক অপসারণ বা ব্লক করা প্রয়োজন।

তথ্য প্রযুক্তি (অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা ও ডিজিটাল মিডিয়া আচকরণ বিধি) বিধি, ২০২১ সংশোধন করে নতুন এই বিধি চালু করা হল। এই বিধি চালু নিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এরপর ২৮ অক্টোবর, ২০২২ এবং ৬ এপ্রিল, ২০২৩-এ এই বিধি সংশোধন করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি নিয়মাবলী ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২৫-এর সংশোধনী পর্যন্ত বিস্তারিত জানতে https://egazette.gov.in এবং https://www.meity.gov.in/- লিঙ্ক দেখুন।

তিরুবনন্তপুরমের রাজভবনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী কে আর নারায়ণনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ তিরুবনন্তপুরমের রাজভবনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী কে আর নারায়ণনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ, কেরলের রাজ্যপাল শ্রী রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর, বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রী কে আর নারায়ণনের জীবন সাহস, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের এক কাহিনী। অপরিসীম নিষ্ঠা ও শিক্ষার মাধ্যমে তিনি দেশের

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

পাকিস্তানে মিলিশিয়া নেতা সহ ৬ জনকে গুলি করে খুন, মৃতদেহে আগুন বন্দুকবাজদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে এক মিলিশিয়া নেতা সহ ৬ জনকে গুলি করে হত্যা করল বন্ধুকবাজরা। গুলি করে হত্যা করার পরেও মৃতদেহে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বন্দুকবাজদের বিরুদ্ধে। বুধবার এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটলেও বৃহস্পতিবার সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।সম্প্রতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অশান্তি বেড়েছে। আফগানিস্তানের ভিতরে পার হান নিয়ে অশান্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সীমান্ত সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।জানানো হয়েছে, একটি গাড়ি করে মিলিশিয়া নেতা কয়েকজনের সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

বন্দুকবাজরা প্রথমে ওই মিলিশিয়া নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরে গাড়িতে থাকা অন্য পাঁচজনকেও গুলি করে হত্যা করে তাঁরা। গুলি করে হত্যা করেই থেমে যায়নি অভিযুক্তরা। গাড়িটি পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এর ফলে ৬ জনের দেহ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জনমানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই মৃতদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে বন্দুকবাজরা। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি কেউ। তবে স্থানীয় প্রশাসনের ধারণা, এই ঘটনার পিছনে তেহরিক ই তালেবান পাকিস্তান জড়িত থাকতে পারে।

জানা গিয়েছে, তেহরিক ই তালেবান পাকিস্তান মিলিশিয়া নেতার কাছ থেকে চাঁদা চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছিলেন ওই নেতা। প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান শাসন ফেরার পর থেকে পাক সীমানায় অশান্তি বেড়েছে। পাক সরকারের দাবি, আফগানিস্তানের তালেবান সরকার টিটিপি-কে আশ্রয় দিচ্ছে। সাহায্য করছে। পাকিস্তানে হামলা করার সুযোগ পাচ্ছে তারা। যদিও পাকিস্তানের এই সকল দাবি অস্বীকার করেছে কাবুল।

(৫ পাতার পর)

তিরুবনন্তপুরমের রাজভবনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী কে আর নারায়ণনের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন রাষ্ট্রপতি

সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দৃঢ় সংকল্প এবং সুযোগ সঠিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হলে কী অর্জন করতে পারে, তাঁর শিক্ষাগত উৎকর্ষ ছিল তাঁরই প্রতীক। রাজনীতিতে প্রবেশের আগে শ্রী নারায়ণন ভারতীয় বিদেশ সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ভারতের শান্তি, ন্যায় ও সহযোগিতার মূল্যবোধকে তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বরাবরই ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তিকরণের নীতির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রী নারায়ণনের শিকড় তাঁর নিজের রাজ্য কেরলের সঙ্গে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। কেরলে সামাজিক প্রগতি এবং শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তা থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, তাঁর সঙ্গে শিকড়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সারা জীবন ধরে শ্রী নারায়ণন মানবিক ও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে শিক্ষা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অধিকার ছিল না, তা ছিল সর্বজনীন। সভ্যতার বিকাশ এবং সমাজের উন্নয়নে মানবিক মূল্যবোধ অপরিহার্য বলে শ্রী নারায়ণন বিশ্বাস করতেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রী কে আর নারায়ণন নৈতিকতা, সংহতি, সহানুভূতি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। আজ আমরা যখন তাঁকে স্মরণ করছি, তখন আমাদের উচিত তাঁর জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও সহানুভূতিশীল ভারত গঠনে আত্মনিয়োগ করা।

মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গানে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তা আমরা সবাই জানি। আর এই বছর পুজোকে কেন্দ্র করে তিনি আমাদের ভরিয়ে দিয়েছেন অজস্র গান - যার সুর দিয়েছেন তিনি নিজেই। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সকালে তেমনই একটি গান তিনি প্রকাশ করলেন - ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ মঙ্গলদ্বীপে জ্বলুক শিখা।' গানটি গেয়েছেন গায়িকা ঐতিহ্য। এক্স হ্যান্ডেলে নিজের লেখা ও সুর করা গানের একটি অংশ পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাইয়ের মঙ্গলকামনার বার্তা সেখানে। তিনি লিখেছেন, 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আমার কথা ও সুরে, ঐতিহ্যর কণ্ঠে ছোট্ট নিবেদন।রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ছাড়াও ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিশেষত তাঁর সৃজনশীলতা চমকে দেওয়ার মতো। কবিতা-প্রবন্ধ লেখা, গান লেখা-সুর করা, ছবি আঁকার মতো কাজ তিনি সারাবছরই করেন। দুর্গাপুজোর সময়ও একাধিক উদ্যোক্তার অনুরোধে পুজোর গান লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার কালীপুজোতেও একটি গান প্রকাশ পেয়েছিল। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রায় ২ মিনিটের একটি মিউজিক ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। 'অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দিয়ে/শান্তি নিয়ে এসো মা।' এই গানটি গেয়েছেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিনেমার খবর

১৭৫ কোটি পারিশ্রমিকে আল্লু অর্জুন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুন বর্তমানে তেলেগু ও বলিউডে সমানভাবে আলোচনায়। এবার তাঁকে দেখা যাবে জনপ্রিয় পরিচালক অ্যাটলি কুমারের পরবর্তী বিগ বাজেট সাই-ফাই প্রোজেক্টে। ছবিতে আল্লুর বিপরীতে থাকছেন বলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। তবে চমকের এখানেই শেষ নয়, এই ছবির জন্য আল্লুকে দেওয়া হচ্ছে ১৭৫ কোটি টাকার পারিশ্রমিক। যা বর্তমানে ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে অন্যতম সর্বোচ্চ!

‘পুষ্পা’ ফ্র্যাঞ্চাইজির অভাবনীয় সাফল্যের পর আল্লুর জনপ্রিয়তা এখন জাতীয় স্তরে। সেই জনপ্রিয়তা মাথায় রেখেই অ্যাটলির এই নতুন প্রজেক্টের বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু ভিএফএক্স-এর পিছনেই খরচ করা হবে ২৬০ কোটি এবং অভিনেতা-পরিচালক ও অন্যান্য টেকনিক্যাল টিমের জন্য বরাদ্দ ২৫০ কোটি টাকা।

সূত্রের দাবি, এই সিনেমায় বিভিন্ন লুক ও চরিত্রে দেখা যাবে আল্লু অর্জুনকে। যার জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক টেকনিশিয়ান কাজ করছেন। ইতোমধ্যে আল্লু অ্যাটলির সঙ্গে *হলিউডের কয়েকটি প্রখ্যাত স্টুডিওতে ভিজিটও সেরেছেন।

পরিচালক অ্যাটলি বলেন,'এটা একেবারেই লার্জার দ্যান লাইফ প্রজেক্ট। আমরা এক ধাপ এক ধাপ এগোচ্ছি। অডিয়েন্সের জন্য এমন কিছু আনতে চাই, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।'

ছবিতে দীপিকার পাশাপাশি আরও দেখা যেতে পারে রাশ্মিকা মন্দানা, জাহ্নবী কাপুর, মৃণাল ঠাকুর ও আর মাধবনকে।

অ্যাটলি আরও জানান,;হলিউডের যেসব টেকনিশিয়ানরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন, তারাও বলেছেন এটা তাদের জন্যও দারুণ চ্যালেঞ্জিং। তবে কাজটা ওঁরা ভীষণ উপভোগ করছেন। আর কয়েক মাসের মধ্যেই সবকিছু সামনে আসবে।'

শাহরুখকে দেখতেই মানুষের ঢল, যা করলেন বাদশা

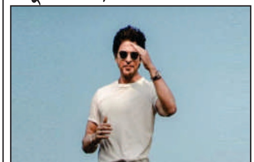

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। সেখান থেকে বেরোতেই শাহরুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার ঢল। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বও ছিল শাহরুখের কাঁধে। সঙ্গে ছিলেন বলিউড পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর।

সেই অনুষ্ঠান থেকে বেরোনোর পর উপস্থিত অনুরাগীরা ছেঁকে ধরেন বাদশাহকে। শাহরুখকে এক ঝলক দেখার জন্য সারি সারি দর্শক এগিয়ে আসতে থাকেন তার দিকে। তবে শাহরুখ ধৈর্য হারাননি। রেগেও যাননি। সহস্র মানুষের ঢলের দিকে হাত তুলে সাড়া দিয়েছেন কিং খান।

সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীরা আরও একবার মুগ্ধ হন শাহরুখকে দেখে। এক অনুরাগী লিখেছেন, একেই বলে তারকা। গত জন্মে অনেক পুণ্য করেছেন শাহরুখ। তাই এই জন্মে এমন খ্যাতি তার।

আরেক অনুরাগী লিখেছেন, ওর মতো সুন্দর কথা বলতে আর কেউ পারেন না। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। উনি ঠিকই বলেছিলেন, ওর পর আর কোনো মহাতারকা তৈরি হবে না। বলিউডে এখনো একজনই মহাতারকা, তিনি হলেন শাহরুখ খান। এই নামের আগে কোনো বিশেষণের দরকার পড়ে না।

উল্লেখ্য, বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এ মুহূর্তে তার আসন্ন সিনেমা ‘কিং’ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এর পাশাপাশি পুত্র আরিয়ান খানের ‘ব্যাডস অব বলিউড’-এর সাফল্য নিয়েও মেতে আছেন তিনি। এই সিরিজে রয়েছে তিনিও অতিথি চরিত্রে আছেন।

‘ভুল বোঝাবুঝিটা আমার দিক থেকেই হয়েছিল’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে সালমান খানের দ্বন্দ্বের বিষয়টি বলিউডের সবারই জানা। এ বার সেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন সালমান খান। ‘বিগ বস ১৯’-এর মঞ্চে খোলাখুলি কথা বলেছেন ভাইজান। শুধুই কি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তাদের?

‘বিগ বস ১৯’-এর সপ্তাহান্তে উপস্থিত ছিলেন কৌতুকশিল্পী রবি গুপ্তা। তিনি এসেই সালমানকে বলেন, “আমার আপনার সামনে আসতে ভয় করছিল।”

ভাইজান অবাক হয়ে কারণ জানতে চান। তখন রবি জানান, তার মুখের সঙ্গে অরিজিৎ সিংয়ের মিল রয়েছে, তাই তিনি সালমানের সামনে আসতে ভয় পাচ্ছিলেন। এই শুনে প্রথমে সালমান হাসেন। তার পরে জানান, অরিজিত আসলে তার খুব ভাল বন্ধু।

ভাইজান বলেন, “অরিজিত ও আমি দুইজনই খুব ভাল বন্ধু। আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আর সেই ভুল বোঝাবুঝিটা আমার দিক থেকেই হয়েছিল।”

ঠিক কী ঘটেছিল সালমান ও অরিজিতের মধ্যে? ২০১৪ সালে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সঞ্চালকদের মধ্যে ছিলেন সালমান। খুবই সাদামাঠা পোশাকে নিজের পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠেছিলেন অরিজিত। তাকে দেখে সালমান মন্তব্য করেন, “ঘুমোচ্ছিলে নাকি?”

অরিজিৎ কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, “আরে আপনারাই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন।”

দর্শক হেসে উঠেছিলেন এই মন্তব্যে। কিন্তু ভালভাবে নেননি সালমান। এই ঘটনার পরেই নাকি সালমান তার ছবি ‘কিক’, ‘বজরঙ্গী ভাইজান’, ‘সুলতান’ থেকে অরিজিতের গান বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ‘সুলতান’ ছবির ‘জাগ ঘুমেয়া’ গানটি আসলে গেয়েছিলেন অরিজিত। পরে সেটি গান রাহত ফতেহ আলি খান।

২০১৬ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্যে সালমানের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন অরিজিত। জানিয়েছিলেন, তিনি কখনওই সালমানকে অপমান করতে চাননি। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে মাত্র। তাই প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন তিনি।

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম পরীক্ষায় ফেল! অ্যাডিলেডে সিরিজ খুইয়ে কী বললেন শুভমান?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ, প্রথম দায়িত্ব—আর সেখানেই ব্যর্থ শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ওভালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তেও হেরে তিন ম্যাচের সিরিজ হাতছাড়া করল ভারত। ম্যাচ শেষে গিলের গলায় হতাশা—'রান মোটেও খারাপ ছিল না। কিন্তু আমরা সুযোগগুলো নষ্ট করেছি!'

ভারতীয় ফিল্ডারদের হাত ফসকানো তিনটি ক্যাচই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিল। নীতীশকুমার রেড্ডি ফেলেন ট্রাভিস হেডের ক্যাচ, পরে অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ দু'বার সুযোগ দেন ম্যাথিউ শর্টকে। শেষ পর্যন্ত যাঁর ৭৮ রানের ইনিংসই ভারতের গলায় কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। শুভমান স্বীকার করলেন, 'ওই সব ক্যাচ যদি ধরা যেত, গল্পটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত!'

অ্যাডিলেডে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারত তোলে ২৬৪/৯। এক সময় ১৬/২-এ ধুঁকছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু রোহিত শর্মা ও শ্রেয়স আইয়ারের জুটিতে দল ঘুরে দাঁড়ায়। রোহিত করেন ৭৩, শ্রেয়সের ব্যাট থেকে আসে ৬১। মাঝের দিকে অক্ষর প্যাটেল খেলেন গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ রানের ইনিংস। তবে ফিল্ডিংয়ে ভুলচুকেই শেষমেশ রাশ হারাল ভারত।

শুভমান বললেন, 'আমরা যথেষ্ট রান তুলেছিলাম। কিন্তু কয়েকটা খুঁত ধরা পড়েছে। বল পুরনো হওয়ার পর উইকেট ব্যাটিং-বান্ধব হয়ে গিয়েছিল। আগের ম্যাচের মতো টস ততটা প্রভাব ফেলেনি। দুই দলই প্রায় পঞ্চাশ ওভার খেলেছে, পিচও পরে ভালো হয়ে গিয়েছিল।'

ভারতের পক্ষে অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও ওয়াশিংটন সুন্দর প্রত্যেকে নেন দুটি করে উইকেট। শেষ মুহূর্তে ম্যাচ হঠাৎ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠলেও, অস্ট্রেলিয়ার তরুণ কুপার কনোলি ৬১ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করে দলকে জেতান।

এই হারে ভেঙে গেল ভারতের অ্যাডিলেডে ১৭ বছরের অপরাজেয় থাকার রেকর্ড। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম সেখানে হার মানল টিম ইন্ডিয়া। অন্যদিকে, মিচেল মার্শের অস্ট্রেলিয়া ঘরের মাঠে টানা তিনটি ওয়ান ডে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার হতাশা ঝেড়ে ফেলল। অজি অধিনায়ক ম্যাচের পর বললেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। অনেক দিন পর ওয়ান ডে সিরিজ জিতলাম, তা-ও এমন মাঠে। ছেলেরা ব্যাট হাতেও দুর্দান্ত। আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।'শেষে যোগ করলেন, 'এখন একটু উদ্যাপন করব। কিন্তু সামনে সিডনিতে আরেকটা ম্যাচ আছে। ভারত খুব শক্তিশালী দল। ওদের বিপক্ষে জেতা সব সময়ই স্পেশ্যাল!'

চুক্তি না করলে ভিনিকে ছেড়ে হালান্ডকে আনবে রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৌসুম শুরুর আগে থেকেই ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে আসছে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু বেতন-ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় নতুন চুক্তিতে সই করেননি ভিনি।

সংবাদ মাধ্যমের দাবি, এমবাপ্পের সমান বেতন চান ভিনিসিয়াস। কিন্তু লস ব্লাঙ্কোসরা তাকে সমপরিমাণ বেতন দিতে আগ্রহী না। যে কারণে দুই পক্ষের সমঝোতা হয়নি। নতুন চুক্তিও হয়নি।

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভিনির চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত। চলতি মৌসুম শেষে আরও দুই মৌসুম রিয়ালে থাকার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ তিনি। কিন্তু চুক্তি নবায়ন না করলে আগামী মৌসুমের শুরুতে তাকে মোটা অঙ্কের অর্থে বিক্রি করে দিতে চায় ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের বোর্ড।

এরই মধ্যে ভিনির বিকল্প ভাবনাও শেষ পেরেজের। তিনি ম্যানচেস্টার সিটি থেকে নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডকে গ্যালাকটিতোয় যোগ করতে চান। জুটি গড়তে চান এমবাপ্পে ও হালান্ডের।

সেক্ষেত্রে এমবাপ্পে তার পছন্দের পজিশন লেফট উইঙ্গে খেলতে পারবেন। যে জায়গায় বর্তমানে ভিনিসিয়াস খেলছেন এবং স্ট্রাইকার পজিশনে খেলবেন হালান্ড। রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর থেকে এমবাপ্পে দলটির নাম্বার নাইন পজিশনে খেলছেন।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়ার সামনে কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের ব্যাটিং তারকা আগামী অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের ব্যাটিং তারকা বিরাট কোহলির দিকে আবারও সবার নজর থাকবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা প্রত্যাশা করছেন, কোহলি এই সিরিজে আরও একবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের নাম উজ্জ্বল করবেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ভারতের জার্সিতে ফিরছেন কোহলি, এবং তিন ম্যাচের এই ওয়ানডে সিরিজ তার জন্য তিনটি বিরল রেকর্ড গড়ার সুযোগ নিয়ে এসেছে।

১. ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক

বর্তমানে কোহলির সংগ্রহ ১৪,১৮১ রান। তিনি মাত্র ৫৪ রান করলে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারাকে (১৪,২৩৪ রান) পেছনে ফেলে ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় উঠে আসবেন। কোহলির গড় ৫৭-এর বেশি, যা ১০ হাজারের বেশি রান করা ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২. হোয়াইট-বল ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান

সংগ্রাহক

কোহলির সামনে আরেকটি বড় সুযোগ হলো সাদা বলের ক্রিকেটে (ওয়ানডে + টি-টোয়েন্টি) সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের কীর্তি গড়া। বর্তমানে তার রান ১৮,৩৬৯। মাত্র ৬৮ রান করলে তিনি শচীন টেন্ডুলকারের (১৮,৪৩৬ রান) রেকর্ড ভেঙে হোয়াইট-বল ক্রিকেটের ইতিহাসে শীর্ষে পৌঁছাবেন।

৩. ওয়ানডেতে ১৫০০ বাউন্ডারির ক্লাব

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে কোহলির সামনে আরও এক অনন্য কীর্তি রয়েছে। এখন পর্যন্ত তিনি ওয়ানডেতে ১৩২৫টি চার এবং ১৫২টি ছয় মেরেছেন, মোট ১৪৭৭ বাউন্ডারি। মাত্র ২৩টি বাউন্ডারি মারলেই কোহলি ১৫০০ বাউন্ডারির ক্লাবে নাম লিখাবেন। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন শুধুমাত্র শচীন টেন্ডুলকার ও সনাথ জয়াসুরিয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR